Bartaman Patrika
April 24, 2018

শিশু কমিশনের সদস্যদের উপর আক্রমণ, অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: মনোনয়ন চলাকালীন এবার আক্রান্ত হলেন রাজ্য শিশু কমিশনের তিন সদস্য। অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাখরাহাট মোড়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের গাড়ি আটকে দেন। তারপর গাড়ির উপরই লাঠি-বাঁশ দিয়ে মারে। গাড়ির ভিতরে থাকা সদস্যদের হেনস্তার চেষ্টাও করা হয়। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে কমিশনের অফিসে ফোন করেন তাঁরা। কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তাদের ফোন করে ওই সদস্যদের উদ্ধার করার আবেদন জানান। বেশ কিছুক্ষণ পরে ওই এলাকা থেকে বেরতে সক্ষম হন তিন সদস্য। পরে কমিশনের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অনন্যাদেবী বলেন, অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা। কমিশনের সদস্যদের উপর যাঁরা এমন আক্রমণ করেন, তাঁরা নিজেদের যেন দেশভক্ত বলে পরিচয় না দেন।

রুটিন স্কুল পরিদর্শনের জন্য এদিন কমিশনের তিন সদস্য সাকিনা সুলতানা সামস, ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী এবং সৌমিত্র রায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক স্কুলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু একটি স্কুল পরিদর্শন করে ফেরার সময় বাখরাহাট মোড়ের কাছে একদল লোক ছুটে আসে গাড়ির দিকে। সাকিনা সুলতানা সামস বলেন, আমরা গাড়ি থেকে দেখতে পাই, কপালে গেরুয়া টিকা এবং ফেট্টি বাঁধা বিজেপির ঝান্ডা হাতে বহু লোক তেড়ে আসছে আমাদের দিকে।

শিশু কমিশনের বোর্ড দেখে নানাভাবে কটাক্ষ করতে থাকে ওই কর্মীরা। এরপর কয়েকজন বাঁশ দিয়ে গাড়ির উপর মারতে থাকে।

নিমেষে আমাদের গাড়ি ঘিরে ফেলে তারা। আমরা যতই সরকারি কর্মী বলতে থাকি, তারা কোনও কিছুতেই কর্ণপাত করেনি। শিশু কমিশনের বোর্ড দেখে নানাভাবে কটাক্ষ করতে থাকে ওই কর্মীরা। এরপর কয়েকজন বাঁশ দিয়ে গাড়ির উপর মারতে থাকে। এতে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পিছনের কাচও কিছুটা ভেঙে যায়। এরপর কোনওমতে সেখান থেকে বেরিয়ে একটা জায়গায় আশ্রয় নিই আমরা। পরে পুলিসের সাহায্যে সেখান থেকে বেরিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেই। তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। কিন্তু সরকারি কর্মীদের গাড়ি আটকে এভাবে হেনস্তা করার ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কে সদস্যরা।

এদিনের আক্রমণের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। হঠাৎ কেন এভাবে তেড়ে এল ওরা, তা ভাবাচ্ছে সব পক্ষকেই। তবে একটি সূত্র বলছে, রামনবমী উপলক্ষে শিশুদের অস্ত্র সহ মিছিলে হাঁটানোর অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। তার জেরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের শীর্ষনেতাদের সমন পাঠানো হয়েছিল। ফের এমন ঘটনা হবে না বলে মুচলেকাও দিতে হয়েছে তাদের। তার জেরেও এই হামলা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SHIBPUR
Howrah - 711 103
(An Institute of National Importance under MHRD, Govt. of India)
RE-e-TENDER NOTICE
Advt. No. AP/D(AA)/18/63
Date: 23.04.2018
Ref. Advt. No. FE/D(AA)/18/37
Date: 22.02.2018